ইসলামিক ফাউন্ডেশন

[প্রতিষ্ঠাতা: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান]
আগারগাঁও, শেরে বাংলানগর, ঢাকা ১২০৭

মানবতার সেবায় কাজ করে যাচ্ছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন

কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে মৃত প্রায় ১ হাজার ২শ' ১১ টি লাশ দাফন করল ইসলামিক ফাউন্ডেশন

বিরাজমান করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে, উপসর্গ নিয়ে ও অন্যান্য রোগে মৃত প্রায় ১ হাজার ২ শ' ১১ টি লাশ দাফন করেছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন। আলেম-ওলামাদের সমন্বয়ে গঠিত স্বেচ্ছাসেবক টিম সারাদেশে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এ কাজ সম্পন্ন করেছে।

কোভিড-১৯ সংক্রমণে মৃত ব্যক্তির কাফন, জানাযা ও দাফন কার্য সম্পাদনের জন্য গত ২৬ মার্চ ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক জেলা, উপজেলা ও সিটি কর্পোরেশন এলাকার জোনভিত্তিক ৬ সদস্যবিশিষ্ট ৬১৪টি স্বেচ্ছাসেবক টিম গঠন করা হয়। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ মোতাবেক লাশ দাফন কাফনের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য গঠিত টিমকে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। লাশ দাফন-কাফনের জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) কর্তৃক নির্দেশিত স্বাস্থ্যবিধি ও ধর্মীয় অনুশাসন মেনে কিভাবে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করে লাশ দাফন-কাফন করা হবে সেই বিষয়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রশিক্ষণ প্রদান করে। এরপর থেকে সারা দেশের ৬৪ টি জেলায় করোনা সংক্রমণে মৃত ব্যক্তির লাশের দাফন কাজ করে যাচ্ছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন। লাশ দাফন সংক্রান্ত টিমগুলো দেশের বিভিন্ন জেলা ও উপজেলায় স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সমন্বয় সাধন করে সরকারী নির্দেশনা অনুসরণ করে করোনাকালীন সময়ে মরদেহের কাফন, জানাযা ও দাফন কাজ সম্পন্ন করছে।

এ পর্যন্ত কোভিড-১৯ ও অন্যান্য রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণকারী ঢাকা বিভাগে ৪০৩ জন, চট্টগ্রামে ৩৫৮ জন, রাজশাহী বিভাগে ৫০, খুলনা বিভাগে ৮৮, সিলেট বিভাগে ২৭, বরিশাল বিভাগে ১৭০, রংপুর বিভাগে ৭৩ ও ময়মনসিংহ বিভাগে ৪২টি লাশ দাফন করা হয়েছে। করোনা পরিস্থিতিতে মানবতার সেবায় এই মহতী কার্যক্রম ভবিষ্যতেও অব্যাহত রাখবে ইসলামিক ফাউন্ডেশন।

নিম্নে কয়েকটি জেলার করোনাকালীন দাফন-কাফন কার্যক্রমের কিছু চিত্র তুলে ধরা হলো :

লক্ষ্মীপুর: লক্ষ্মীপুর জেলার রামগঞ্জ উপজেলার করোনা পজিটিভ কিংবা উপসর্গ নিয়ে ধরা পড়লে মৃত ব্যক্তির দাফন জানাজা নিয়ে একটি আতঙ্ক দেখা যেত কদিন আগেও। প্রতিবেশীদের চাপে মৃত ব্যক্তির স্বজনরাও গৃহবন্দী হবার মত ঘটনা ঘটেছে এই স্থানে। প্রথমদিকে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের নেতৃত্বে মসজিদের ইমামসহ স্কুলের শিক্ষক ও কিছু আগ্রহী স্বেচ্ছাসেবকের সমন্বয়ে ১৫ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়। কোনরকম সুরক্ষা সামগ্রী ছাড়াই লাশ দাফন কাফনের দায়িত্ব তুলে নেয় ইফা কর্তৃক গঠিত কমিটি। এ পর্যন্ত এ জেলায় ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় ২২ টি

লাশ স্বাস্থ্যবিধি মেনে দাফন সম্পন্ন হয়েছে। কমিটির সদস্যরা জানান, মানুষ লাশ দাফন করতে পারছে না, অনেকে ভয়ে জানাজায় আসছে না। আমরা তাদের সবার পাশে দাড়িয়েছি। রামগঞ্জ উপজেলার লাশ দাফন কমিটির সমন্বয়ক বলেন, করোনায় মারা গেলে ভয়ে স্বজনরা কাছে আসেন না। ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাশ দাফন কমিটির সদস্যরা শরিয়া ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে দাফন-কাফনের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। উপজেলা দাফন কমিটির সভাপতি একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষক মো: সেলিম হোসেন বলেন, মার্চ মাসে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় সিভিল সার্জন অফিসে প্রশিক্ষণ নিয়ে ১৫ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি করে মরদেহ দাফনের কাজ শুরু করি। সমস্ত ভয়কে উপেক্ষা করে এখন পর্যন্ত আমরা সমাজের মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছি। উপজেলায় যেখানেই আমাদের খবর দেয়া হয় আমরা সেখানেই হাজির হই। উল্লেখ্য, লাশ দাফন কমিটির তদারকির দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে করোনায় আক্রান্ত হন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের লক্ষ্মীপুর জেলার উপ-পরিচালক আশেকুর রহমান।

ঝিনাইদহ: ঝিনাইদহ জেলায় গত ৪ জুলাই করোনা পজিটিভ হয়ে একজন লোক মৃত্যুবরণ করলে এলাকাবাসী ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে তার দাফনের জন্য খাটিয়া দিতে অস্বীকৃতি জানায়। পরে প্রশাসনের নির্দেশনায় ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক মো: আব্দুল হামিদ খানের তত্ত্বাবধানে শৈলকূপা জেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোহাম্মদ সাইফুল ইসলামের সহযোগিতায় মৃত ব্যক্তির দাফন কাফনের ব্যবস্থা করা হয়। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের শৈলকূপা জেলার ফিল্ড সুপারভাইজার আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে দাফন কমিটির সদস্যরা রাত সাড়ে ১২ টার দিকে জানাজা শেষে দাফনকাজ সম্পন্ন করেন। এলাকাবাসী খাটিয়া দিতে অস্বীকৃতি জানালে পরে অ্যাম্বুলেন্সের মধ্যেই জানাজা দেয় দাফন কমিটি। জানাজায় এলাকাবাসীর পক্ষ থেকেও কেউ অংশগ্রহণ করেনি। এমনকি করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়ার কারনে পুরো এলাকা জনশূণ্য হয়ে পড়ে। লাশ বহনের জন্য একজন ভ্যানচালক এলেও পরে তাকেও লাশ বহন করতে দেয় নি এলাকাবাসী। পরবর্তীতে ইউএনও সাইফুল ইসলামের হস্তক্ষেপে মৃত ব্যক্তির দুই ভাই এগিয়ে আসে। এ পর্যন্ত ১৫ টি করোনা আক্রান্ত ও করোনা উপসর্গ নিয়ে মৃত্যুবরণ করা ব্যক্তির লাশ দাফন করে ইসলামিক ফাউন্ডেশন দাফন কমিটি।

সিলেট: সিলেটে গত ২০ জুন করোনা উপসর্গ নিয়ে মৃত্যুবরণ করা বীর মুক্তিযোদ্ধা এ্যাডভোকেট আবু সৈয়দ আবদুল্লাহ চৌধুরীকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন করা হয়। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের দাফন-কাফন কমিটি পুরো দাফন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন। এছাড়া সিলেট সিটি কর্পোরেশনের সাবেক মেয়র জনাব বদর উদ্দিন আহমেদ কামরান করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করলে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সিলেট দাফন কমিটি সিলেট দাফন কমিটি তাঁর দাফন কার্য সমাধা করে। সিলেটে এ পর্যন্ত করোনায় মৃত ১৩ টি লাশ দাফনের ব্যবস্থা করেছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন দাফন-কাফন কমিটি।

কিশোরগঞ্জ: কিশোরগঞ্জে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করা ব্যক্তিদের দাফনকার্য সমাধা করার জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক গঠিত টিমে রয়েছেন আলেমসহ ১৪০ ব্যক্তি। টিমে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে প্রতি উপজেলার ১০ জন স্বেচ্ছাসেবককে। কিশোরগঞ্জ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক মোহাম্মদ ফারুক আহমেদ জানিয়েছেন, করোনা উপসর্গ নিয়ে মারা যাওয়া এ পর্যন্ত ৪২ ব্যক্তির দাফন-কাফনের কাজ সমাধা করেছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন। ধর্মীয় বিধি ও সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করছেন তারা- যা সর্বমহলে প্রশংসিত হচ্ছে। তাদেরকে ‘করোনার

অন্তিম শয্যার কারিগর' বা 'শেষ বিদায়ের কারিগর' হিসেবে অভিহিত করছেন এলাকাবাসী। কিশোরগঞ্জ সিভিল সার্জন ডাঃ মুজিবুর রহমান জানিয়েছেন, করোনা উপসর্গ নিয়ে মারা যাওয়া অনেক ব্যক্তির পরবর্তীতে নেগেটিভ রিপোর্ট এসেছে। কিন্তু দাফন-কাফন ঠিকই সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক হয়েছে। আর এভাবেই করোনা উপসর্গ বা করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়া ব্যক্তিদের দাফন-কাফন ইসলামিক ফাউন্ডেশন টিম করে যাচ্ছে।

কক্সবাজার: করোনাকালীন সংকটে বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্যেও কাজ করে যাচ্ছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন। এ পর্যন্ত ইসলামিক ফাউন্ডেশনের তত্ত্বাবধানে করোনা আক্রান্ত হয়ে করোনা সন্দেহে মৃত্যুবরণ করা প্রায় ৪০ টি লাশের দাফনকার্য সম্পাদন করেছে কক্সবাজার জেলা। কক্সবাজার ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক ফাহমিদা বেগম জানান, মহামারী করোনাভাইরাস পরিস্থিতে সামনের সারিতে থেকে কাজ করে যাচ্ছেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত আলেম ও স্বেচ্ছাসেবিরা। গভীর রাতেও কোন করোনা আক্রান্ত ব্যক্তির মৃত্যুর খবর পেলে ছুটে যায় দাফন কমিটির সদস্যরা। ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক গঠিত দাফন-দাফন কমিটির সদস্যদের জন্য আরো বেশি সুরক্ষাসামগ্রী এবং মরদেহ দাফনের জন্য আরো সরকারি সুবিধা বাড়ানোর জন্য আহবান জানান এই কর্মকর্তা ।

ফেনী: এ পর্যন্ত ফেনীতে প্রায় ৩৭ জন করোনা আক্রান্ত ব্যক্তির লাশ দাফন করেছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন। ফেনীর উপ-পরিচালক মো: মনজুরুল আলম মজুমদার এর সাথে কথা বলে জানা যায় কোভিড আক্রান্ত ব্যক্তির লাশ দাফন করতে বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে লাশ দাফন কমিটিকে। অনেকসময় গভীর রাতে যানবাহনের অপ্রতুলতা থাকায় উক্ত কাজে ঘটনাস্থলে দ্রুত পৌঁছানো কঠিন হয়ে পড়ে। দাফন কাজে কবর খোড়া, লাশ বহনের জন্য খাটিয়া প্রদানসহ বিভিন্ন কাজে অসহযোগিতা করেন এলাকাবাসী। এছাড়া গভীর রাতে দাফন কাজে এলাকাবাসীর প্রতিরোধ বা জনরোষ মোকাবেলা করতে যেয়ে নিরাপত্তাহীনতা দেখা দেয়। ফেনীর উপ-পরিচালক বলেন, এ সকল প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে দাফন-কাফন কমিটি সর্বোচ্চ আন্তরিকতার সাথে কাজ করে যাচ্ছেন।

মুন্সিগঞ্জ: মুন্সীগঞ্জ জেলায় এ পর্যন্ত প্রায় ৭৩ জন করোনা আক্রান্ত ব্যক্তির দাফন করেছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন দাফন কমিটি। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক জনাব আবুল কাশেম মজুমদার বলেন, করোনা আক্রান্ত ব্যক্তিদের লাশ দাফন করতে যেয়ে বিভিন্ন অপ্রীতিকর পরিস্থিতির মুখোমুখী হতে হয়েছে কমিটিকে। করোনা আক্রান্ত ব্যক্তিকে দাফন করায় এলাকাবাসী প্রায় ৩/৪ জন ইমামকে চাকরিচ্যুত করে। পরবর্তীতে উপজেলা চেয়ারম্যান, সাধারণ জনগন, স্থানীয় জনপ্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের সহযোগিতায় তাদের চাকরিতে পুনর্বহাল করা হয়। এমনকি যেই বাড়ির সদস্যকে দাফন করা হয়েছে সেই বাড়িতেই দাফন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর ইমাম সাহেব এক গ্লাস পানি চাইলে তা দিতে অস্বীকৃতি জানান বাড়ির সদস্যরা। এছাড়া একই দিনে সর্বোচ্চ ৭ জন করোনা আক্রান্ত রোগীর লাশ দাফন করার অভিজ্ঞতাও রয়েছে বলে জানান এই উপ-পরিচালক। তিনি বলেন গভীর রাতে বা ফজরের সময়ও করোনা আক্রান্ত রোগী মারা যাওয়ার খবর শুনে ছুটে যান ইসলামিক ফাউন্ডেশন দাফন কমিটির সদস্যরা। এছাড়া করোনা আক্রান্ত ছাড়াও করোনা সন্দেহে মৃত্যুবরণকারি একাধিক ব্যক্তিকেও দাফন করেছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন দাফন কমিটি। উল্লেখ্য, লাশ দাফন কমিটির তদারকির দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মুন্সীগঞ্জ জেলার উপ-পরিচালক আবুল কাশেম মজুমদার নিজেও করোনায় আক্রান্ত হন।

মুহাম্মদ মহীউদ্দিন মজুমদার
পরিচালক (সমন্বয় বিভাগ)
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
মোবাইল:০১৭১১৩৬৯৪৯০